রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ করে পটল

পটল অত্যন্ত সহজলভ্য কিন্তু এই পটলই সুস্থ থাকতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পটলের জুড়ি মেলা ভার।

ডায়বেটিসের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয় পটল। নিয়মিত পটল খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পটল। পটল খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পটল খেলে বদহজম একদম হবে না, খাবার-দাবার অত্যন্ত ভালভাবে হজম হয়।

পটলে ভিটামিন সি আছে, আর প্রতিদিন ভিটামিন সি শরীরে অত্যন্ত প্রয়োজন, অনবরত শরীর থেকে ভিটামিন সি নির্গত হয়ে থাকে। তাই ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিৎ পটলে ভিটামিন সি থাকায় তা শরীরকে সুস্থ রাখে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার আরও চার মামলার স্থগিতাদেশ বহাল

রাজধানীর বিভিন্ন থানায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা নাশকতার আরও চার মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

একই সঙ্গে, ওই চার মামলার অভিযোগ আমলে নেওয়ার আদেশ বাতিল প্রশ্নে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

আদেশের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান বিভিন্ন মামলায় খালেদার জিয়ার অন্যতম আইনজীবী এহসানুর রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন শুনানি নিয়ে রবিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবনাথ। খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘সেপ্টেম্বরে স্কুল খোলার পরিবেশ হয়নি’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন মনে করেন, সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলার মতো পরিবেশ এখনও হয়নি। আর স্কুলে স্কুলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবনার সার-সংক্ষেপের অনুমোদন এখনও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ফেরত আসেনি।

রবিবার (২৩ আগস্ট) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে মার্চে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার মধ্যে ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

শেখ হাসিনা বলেন, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন একটাও খুলবে না। অন্তত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ থাকবে যদি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকে। যখন

এটা থামবে তখন আমরা খুলবো।

প্রধানমন্ত্রীর কথার জের ধরে সাংবাদিকরা প্রাথমিক সচিবের কাছে জানতে চান- সেপ্টেম্বরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে কি-না; এসময় সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু গতকাল বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে এখনও কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। আপনারা নিজেরাও বোঝেন আসলে পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি হয়নি।

‘এখন যে অবস্থা, এখনও কিন্তু ২০-২২ শতাংশ আক্রান্ত। সেই হিসাবে আমাদের শিশুদের-শিক্ষকদের…; স্কুল খুললে অভিভাবকেরা চলে আসবে। তাদের আমরা ঝুঁকির মধ্যে ফেলব কেন, সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করছি যে আসলে তো এখনও পরিবেশ তৈরি হয়নি। ’

সচিব বলেন, উন্নত দেশ যারা স্কুল খুলেছিল, তারাও কিন্তু এখন আবার বন্ধ করে দিয়েছে। সেজন্য আমরা মনে করছি যে, আমাদের বাচ্চাদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলাটাই সমীচীন হবে।

করোনার কারণে এবছর কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বদলে স্কুলে স্কুলে নেওয়ার প্রস্তাব করে গত ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার-সংক্ষেপ পাঠায় প্রাথমিক মন্ত্রণালয়।

সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে সচিব বলেন, আমরা বলেছি যে স্ব স্ব স্কুলগুলো পরীক্ষা নেবে যদি খুলতে পারে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষা না নেওয়ার জন্য প্রস্তাবনা আছে। এর বাইরে হচ্ছে যে স্কুলগুলোর, যদি পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তাহলে স্ব স্ব স্কুল পরীক্ষা নেবে। তবে সেই অনুমোদন এখনও আসেনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া বাজারের ভ্রাম্যমাণ অভিযান

পুরাতন মড়কে সিগারেট বিক্রির অপরাধে মেহেরপুরের গাংনীতে এক মুদী ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রোববার দুপুরে গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারে মিজান স্টোরের সত্বাধিকার মিজানুর রহমানের নিকট থেকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। সেই সাথে জব্দ করা হয়েছে ২২ হাজার ৯শ’ ৮০ টাকা মূল্যের ১৪ হাজার ৬শ’ ৮০ শলাকা সিগারেট ।

মিজান স্টোরের সত্বাধিকারী মিজানুর রহমান বাঁশবাড়িয়া গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মরহুম হাজী আজিজুর রহমানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম।

এইড ফাউন্ডেশন এর প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ উদ দোলা রেজা ও জেলা পুলিশের একটি বিশেষ টিম।

মেহেরপুরের গাংনীতে ঝুলন্ত অবস্থায় বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পালান বিশ্বাস (৭০) নামের এক বৃদ্ধ’র মৃতদেহ উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ রোববার সকালে উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম মাঠপাড়ার গোরস্থানের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা গোরস্থানের পাশে ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনা স্থলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত পালান বিশ্বাস উপজেলার চর গোয়াল গ্রাম মালিথা পাড়ার মৃত আকুল বিশ্বাসের ছেলে। তবে এটা হত্যা না আত্মহত্যা এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে গোরস্থান মাঠে একটা বৃদ্ধ’র লাশ ঝুলতে দেখে লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে বৃদ্ধের লাশ

উদ্বার করে। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যা না আত্যহত্যা ময়না তদন্ত শেষে পরিস্কার হওয়া যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা পেতে চায়-সোনাহার

রাজনীতিতে অনেক মতভেদ থাকে, অনেক গ্রুপ থাকে, অনেক সন্ত্রাস থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে অনেক হানহানিও থাকে, আবার স্বার্থের জালে পড়ে অনেক খুনোখুনিও থাকে। কিন্ত এসব কোন কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য না। রাজনৈতিক চরম নেতিবাচক এসব দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে চায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ।

জেলা যুবলীগ থেকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সংগঠনটি এরই মধ্যে আলমডাঙ্গার রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মাঝে সেই পরিচ্ছন্ন ছাপ ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হয়ে এই সংগঠনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন আলমডাঙ্গার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার। যুগ্ম-আহবায়ক হয়েছেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল ও একে এম পারভেজ রাজু।

এছাড়া ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলার আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে পোড় খাওয়া সব আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে উঠে আসা একেকটি উদীয়মান যুবককে। এরা সবাই জোটবদ্ধ সন্ত্রাসকে ‘না’ বলে- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছেন।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটি গঠনের পর থেকেই অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের সোনাহার মন্ডল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে জাতীয় সব দিবসসহ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও অনেক মানব কল্যাণমুখী কর্মসূচি পালন করছেন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রারম্ভ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড। করোনার প্রথম দিকে চাষীরা যখন কামলার অভাবে মাঠের ধান কাটতে পারছিলেন না ঠিক তখনই আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের কর্মীরা কৃষকের মাঠের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। লকডাউনে সবচেয়ে মানবতার পরিচয় দেয় এই সংগঠনটি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভাসহ উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের কর্মহীন হয়ে পড়া অন্তত ১০ হাজার পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। একইভাবে করোনাভাইরাস থেকে বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করেন মাস্ক। এই কার্যক্রম চলছে এখনও।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, সোনাহারকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিকে কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছে। করোনার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত থাকায় উপজেলা যুবলীগের সম্মেলন করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, জেলা যে যুবলীগের কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে সেটাই যুবলীগের আহবায়ক কমিটি। এখন কেউ যদি যুবলীগের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা নিতে চাই তা অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার বলেন, আমরা রাজনীতিতে সন্ত্রাস চাই না। সন্ত্রাসের বদনাম ঘোচাতে চাই। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই। উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে চায়।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবু করোনা মুক্ত

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত হয়েছেন মর্মে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ডাক্তার আদিলা আজহার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র শনিবার দুপুরে হাতে পান আনারুল ইসলাম বাবু।

জানাগেছে, গত ৭/০৮/২০২০ ইং তারিখে গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর করোনা পরিক্ষায় নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়।

৮ই আগস্ট পজেটিভ ফলাফল আসলে তাকে হোম আইসোলেশনে রাখে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। ১৪ দিন হোম আইসোলেশন শেষে শনিবার তাকে করোনা মুক্ত হয়েছেন মর্মে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তবে আরো ৭ দিন তাকে হোম আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশনা দেন ডাক্তার আদিলা আজহার।

সৃস্টি কর্তার অশেষ কৃপা ও রহমত এবং পরিচিত জনদের দোয়াই করোনা থেকে মুক্ত হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আনারুল ইসলাম বাবু।

দর্শনায় তরিতরকারির দাম আকাশ ছোঁয়া

করোনা ভাইরাসের মহামারিতে এর প্রভাব পড়েছে সব কিছুতে। বাদ যায়নি তরি তরকারিও। চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় কাঁচা তরকারির দাম আকাশ ছোঁয়া। এতে করে বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের

মানুষেরা। এই করোনা মহামারিকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু কাঁচামাল ব্যবসায়ী কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি করে নিজের পকেট ভারী করছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে মানুষের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকা আলু বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি,৩০-৩৫ টাকা,পিয়াজ ৪০- ৫০ টাকা, বেগুন ৫০-৬০ টাকা, পটল ৩০-৪০টাকা, কলা ৩৫-৪০ টাকা;কচু ৫০-৬০ টাকা , শাক ৮-১০ টাকা , শশা ২৫- ৩৫ টাকা , পেপে ২০-৩০ টাকা, লাউ প্রতিপিছ ৩০-৩৫ টাকা, রসুন ১০০-১২০ টাকা, কাচকলা ৩৫-৪০ টাকা, আমড়া ২৫-৩০ টাকা, কচু ২৫-৩০ টাকা, টমেটো ১০০-১২০ টাকা, আদা ১৮০-২০০ টাকা, আর কাঁচা মরিচে ঝাল লেগে গেছে ১৮০-২০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে খুচরা বাজারে।

এ বিষয়ে দর্শনার খুচরা কাঁচামাল ব্যবসায়ীর কাছে এই মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমরা পাইকারি কাঁচামালের আড়ত থেকে যে দামে মাল ক্রয় তার থেকে কিছুটা লাভ করে আমার বিক্রি করে থাকি, এখানে আমাদের কোনো হাত থাকে না।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে দর্শনার পাইকারি কাঁচামাল আড়তদাররা এ বিষয়ে বিভিন্ন অজুহাত দিতে থাকে বলেন আবহাওয়া খারাপ বৃষ্টির কারণে গাছের অনেক ক্ষতি হয়েছে, গাছ মারা গেছে , ফলনও কম হওযায় দাম বেশি হয়ে গেছে এবং চাষীর কাছ থেকে বেশি দামে ক্রয় করতে হচ্ছে বলেই দাম বেশি।

তবে বাজার ঘুরে দেখা গেছে মুদি পণ্য তেল, ডাল, মসলার দাম কিছু টা কম, কিন্তু কাঁচামালের দাম বেশি হওয়ার করাণে বিপাকে পড়েছে নিম্নআয়ের মানুষেরা। আবার আর একদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে কাজ হারা হয়েছে তার মধ্যে প্রতিদিনের প্রয়োজন কাঁচাতরকারির এত দাম হওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

কুড়ুলগাছিতে শিক্ষার্থীদের

রাতে আড্ডা বন্ধে ঝটিকা অভিযান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীর কুড়ুলগাছি বাজারে বিভিন্ন দোকানঘরে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নেমেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সরকার মাদকদ্রব্য ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডতে উঠতি বয়সের যুবক ও শিক্ষার্থীরা যাতে জড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে গ্রহণ করেছেন কার্যক্রম।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দর্শনা থানা ব্যাপী শুরু হয়েছে পুলিশের ঝটিকা অভিযান। সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিল ছেড়ে হাট-বাজার, কেরামবোর্ড খেলা, চায়ের দোকানের আড্ডা, নির্জন এলাকায় ঘোরাঘুরি বন্ধকরণে গতকাল সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কুড়ুলগাছি বাজার ৪ টা দোকানে নির্জন যায়গায় চেয়ারে বসে অহেতুক আড্ডাবাজি অবস্থায় অভিযান চালিয়ে দোকানে থাকা চেয়ার গুলো জব্দ করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ।

এ সময় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, আই শৃংখলা রক্ষা, মাদক কারবারীদের ধরিয়ে দিতে আইন শৃংখলা বাহিনীকে সহায়তা করা সহ বিভিন্ন বিষয় দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিলে না বসে কেরামবোর্ড খেলাসহ মোবাইলফোন হাতে রাস্তায় অযাচিত ঘোরাঘুরি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরা।

বর্তমান সময়ের উঠতি বয়সী ছাত্রদের এমন আচরণে অভিভাবকদের যখন কপালে চিন্তার ভাজ, ঠিক তখনই সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার। আরও বলেন, যুব সমাজ যাতে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে না পারে সে বিষয়টি মাথায় রেখেই দর্শনা থানা পুলিশের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ইনেসপেক্টর (তদন্ত) জনাব ,শেখ মাহবুবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপস্থিত ছিলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ এনামুল করিম(ইনু) এবং স্থানীয় এলাকার নেতৃবৃন্দ।

সচেতন মহল সহ অভিভাবকরা এমন অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবর রহমান কাজলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গাংনীর এমপি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা করোনামুক্ত !

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনসহ পরিবারের সকলে করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে । আগের দিন রাতে করোনা আক্রান্ত অবস্থায় ২১ আগস্ট উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপরদিন বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনলাইনে সংবাদ প্রকাশ হয়। পরে বিকালে বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে এমপিসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদেও করোনা নেগেঠিভ রিপোর্ট আসে। যা নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা উঠে আসে।

গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনসহ তাঁর পরিবারের মোট ৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে ছিলেন।

আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলেন- এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন (৫২), সহধর্মিনী লায়লা আঞ্জুমান বানু (৪২), ছেলে সাদিউজ্জামান সাইফ (২০), ছোট ছেলে সামিউজ্জামান সামি (১৮), ফটোগ্রাফার শামীম পারভেজ (২৬), ড্রাইভার রাশেদুল ইসলাম (২৫) ও মেড সার্ভেন্ট জাহিদুল ইসলাম (১৫)।

শনিবার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম এমপিসহ তাঁর পরিবারের সকলেই করোনা নেগেটিভ হয়েছেন বলে তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি আরো বলেন, গত ১৩ আগস্ট এমপিসহ তাঁর পরিবারের মোট ৭ জন সদস্য করোনা পজিটিভ হয়। উপজেলার স্বাস্থ্য বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন পরিবারটিকে লকডাউনের আওতায় রেখে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এমপিসহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় পরিবারের সকলে করোনা মুক্ত হয়েছেন।

বর্তমানে এমপি সহ পরিবারের সকলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রয়েছেন বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন।